গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,ময়মনসিংহ
(রাজস্ব শাখা)
www.mymensingh.gov.bd

নং- ০৫.৪৫.৬১০০.০২৪.২৪.০০১.২৪- ০৭

তারিখঃ ২০ পৌষ, ১৪৩২ / ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬

জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের আওতাধীন (২০.০০ একরের উর্ধ্বে, বদ্ধ) ইজারাযোগ্য জলমহাল বাংলা ১৪৩৩ সন হতে ১৪৩৫ সন পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণলায়, সায়রাত-১ এর গত ২৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০০০.০৫০.৬৮.০০২৩.২৫.৭০৪ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সংগঠন/সমিতির নিকট হতে অনলাইনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি www.mymensingh.gov.bd ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে। নিম্নবর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

ক্রঃ নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
০১	বাংলা ০১ মাঘ থেকে ১৫ মাঘ, ১৪৩২ এর মধ্যে (১৫/০১/২০২৬ থেকে ২৯/০১/২০২৬ তারিখের মধ্যে)	অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল করতে হবে।
০২	বাংলা ১৮ মাঘ থেকে ২০ মাঘের মধ্যে (০১/০২/২০২৬ থেকে ০৩/০২/২০২৬ তারিখের মধ্যে) (অফিস চলাকালীন সময়ে)	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ এর (রাজস্ব শাখায়) দাখিল করতে হবে।

১৪৩৩-১৪৩৫ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহাল সমূহের তালিকাঃ-

ক্রমিক নং	উপজেলা	জলমহালের নাম	জলমহালের আয়তন	বার্ষিক সম্ভাব্য সরকারি মূল্য
০১	ফুলপুর	কোকড়াডোবা	৭৭.০০ একর (কম/বেশী)	২,৫২,০০০/-
০২	ফুলপুর	শ্যামপুর ইউনিট বিল	৪৮.১১ একর (কম/বেশী)	৩৯২,০০১/-
০৩	তারাকান্দা	দিয়ারামরা নদী	৪৪.২৩ একর (কম/বেশী)	৪৪,১০০/-
০৪	তারাকান্দা	হাইলী বিল	৪৩.৬৪ একর (কম/বেশী)	১,৯৬৯/-
০৫	গৌরীপুর	নুন্নীগাং	২৮.৪৩ একর (কম/বেশী)	২২,৫৭৫/-
০৬	ফুলবাড়ীয়া	ভাউয়াল বিল	৪৮.৩৬ একর (কম/বেশী)	৪৩,০৫০/-
০৭	ফুলবাড়ীয়া	বড়বিলা	৩৬১.১০ একর (কম/বেশী)	১৬,২৭,৫০০/-
০৮	ফুলবাড়ীয়া	আনুইনদী	২৮.৭৬ একর (কম/বেশী)	২৮,৩৫,৭০৯/-

নিয়মাবলীঃ

১. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর সকল শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২. অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৩. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত পাবে না।

৪. নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

৫. উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনিবাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তা হলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

৬. প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যারা সমাজসেবা/সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই তারা আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

৭. মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতির কোন জঙ্গী/ফ্যাসিবাদী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

৮. জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে (জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ বরাবর) আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজ প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

৯. সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথা নিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০. লীজগ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে তাহলে জেলা প্রশাসক উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১১. জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে ১ম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখলনামা বুঝে নিবেন।

১২. পরবর্তী ২য় ও ৩য় বছরের ইজারামূল্য যথাক্রমে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জেলা প্রশাসক ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৩. দরপত্রে উল্লিখিত দরের ১০% হারে আয়কর এবং ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ম বছরের গৃহীত মূল্যের সাকুল্য টাকা ডাক গ্রহণের ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং ৩য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ২য় বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইতোপূর্বে জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং জলমহাল পুনঃ ইজারা বন্দোবস্তের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া সরকার কর্তৃক আয়কর ও ভ্যাট এর হার বর্ধিত করা হলে ইজারাদার তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

১৪. এতদসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালের বন্দোবস্ত ১৪৩৩ হতে ১৪৩৫ বঙ্গাব্দের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৫. ইজারামূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন স্ব-উদ্যোগে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে নিজ উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না। লীজচুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল প্রদান করা যাবে না।

১৬. যে সকল জলমহালের উপর বিজ্ঞ আদালত/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হবে না। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অথবা বিজ্ঞ আদালত সংশ্লিষ্ট জলমহালের মামলা মোকদ্দমা অথবা স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার সাপেক্ষে/প্রত্যাহার হলে জলমহাল ইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে কোন সমিতি আবেদনপত্র ক্রয় করে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে এবং স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৭. বছরের যে কোন সময়ে ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ১ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে।

১৮. মামলাজনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, মাছের মড়ক ইত্যাদি কারণে

ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না। মোকদ্দমা দায়ের করলে তা আইনগতভাবে অগ্রাহ্য হবে।

১৯. জলমহাল সংক্রান্ত বিধিসমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২০. আদালতে কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্থতার অজুহাতে ইজারামূল্য সমন্বয় কিংবা ইজারা মেয়াদ বৃদ্ধির কোন আবেদন গ্রহনযোগ্য হবে না।

২১. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২২. জলমহাল ইজারা গ্রহণে আগ্রহী সমিতি/সংগঠনকে সরেজমিন জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে এতদসংক্রান্ত কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৩. লীজগ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন, যাতে কেউ সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন।

২৪. জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সনের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লংঘিত হয়।

২৫. অনুমোদিত ইজারাগ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ/নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২৬. ১ম বছরের সমুদয় অর্থ জমা দিয়ে কৃতকার্য আবেদনকারী নির্ধারিত ফরমে ৩০০/- টাকার মূল্যমানের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় তাকে দুই কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।

২৭. ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৮. প্রাকৃতিকভাবে মাছের বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইজারাকৃত জলমহালের একটি নিদিষ্ট স্থানকে নির্ধারণ করতে হবে, যেখানে সারা বছর পানি থাকে ও মা মাছ নির্বিঘ্নে ডিম ছাড়তে পারে এবং কোন অবস্থাতেই ঐ নিদিষ্ট স্থানে মাছ ধরার জন্য জাল টানা যাবে না। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইজারাগ্রহীতাগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে জলমহালের মাছের পোনা অবমুক্ত করতে পারবে।

২৯. কোন সমিতি ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী হলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা জলমহাল বিষয়ে অন্য কোন আদালতে মামলা থাকলে উক্ত সমিতি ইজারার আবেদনের অযোগ্য বিবেচিত হবে।

৩০. ইজারার ক্ষেত্রে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ ও ভবিষ্যতে প্রযোজ্য সকল নিয়মনীতি ইজারাদারদের জন্য অবশ্যই পালনীয় হবে।

৩১. ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সরকারের উপর ন্যস্ত হবে।

৩২. ইজারাকৃত সকল জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্রভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় নমুনা আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে।

৩৩. বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না।

৩৪. যে সকল জলমহাল (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) থেকে জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না এবং ইজারাকৃত বদ্ধ জলমহালে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে।

৩৫. ইজারাকৃত সরকারি জলমহালের তীরে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক সামাজিক বনায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৬. বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ের রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণের অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩৭. ইজারাকৃত জলমহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

৩৮. জলমহালসমূহের তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব বাগানের সৃষ্টি করতে হবে; যা মাছের নিরাপদ আশ্রয় ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। ইজারাকৃত জলমহালে কেউ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না।

৩৯. ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে কোনরূপ করণিক ভুল পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনযোগ্য।

৪০. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

৪১. উপরে বর্ণিত কার্যালয়সমূহ হতে উল্লিখিত তারিখ অফিস চলাকালীন জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ বরাবর ৫০০/- টাকা নগদ অথবা উক্ত টাকার ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার (যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক) মূলে (অফেরতযোগ্য) আবেদন ফরম ক্রয় করা যাবে।

০৪/০১/২৬

(মোঃ সাইফুর রহমান)
জেলা প্রশাসক
ময়মনসিংহ
ও
সভাপতি
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ময়মনসিংহ।

নং- ০৫.৪৫.৬১০০.০২৪.২৪.০০১.২৪- ০৭/১(২০)

তারিখঃ ২০ পৌষ, ১৪৩২ / ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

১. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।

অনুলিপিঃ অবগতি এবং বহুল প্রচারের অনুরোধসহঃ

৪. পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ।
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গৌরীপুর, তারাকান্দা, ফুলপুর, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ।
৭. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ।
৮. উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।
৯. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ বনবিভাগ, ময়মনসিংহ।
১০. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ।
১১. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ।
১২. জেলা তথ্য অফিসার, ময়মনসিংহ। বিজ্ঞপ্তিটি মাইকযোগে ব্যাপক প্রচারের অনুরোধসহ।
১৩. সহকারী কমিশনার (ভূমি), গৌরীপুর, তারাকান্দা,ফুলপুর, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ। বিজ্ঞপ্তিটি মাইকযোগে ও ঢোল সহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের অনুরোধ করা হলো।
১৪. প্রোগামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ। তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৫. সম্পাদক, ...,ময়মনসিংহ। উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি ১০"X৪" কলামে আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় আগামী ..... তারিখের মধ্যে ভিতরের পাতায় প্রকাশ করতঃ প্রকাশিত পত্রিকার ০৩(তিন)টি সৌজন্য সংখ্যাসহ যথাযথভাবে বিল প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৬. নোটিশ বোর্ড।

০৪/০১/২৬

(মোঃ সাইফুর রহমান)
জেলা প্রশাসক
ময়মনসিংহ